- শ্রেণিতে উদাহরণ, বক্তব্য দেয়ার সময় অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, ধারণার প্রতিফলন রাখা।
- আদিবাসী, উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের উচ্চারণগত, ভাষাগত সমস্যার কথা মনে রাখা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীদের অপ্রকাশ্য ও স্পর্শকাতর বিষয় প্রকাশ্যে সকলের সামনে তুলে না ধরা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থী কোন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার যাতে না হয় সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

উলে- খ্য, তাদের যদি প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের স্বীকার হতে পারেন।

শিক্ষকের সযত্ন প্রয়াসেই কেবল সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা ক্রমে ক্রমে অন্য শিক্ষার্থীদের মত বিকশিত হতে পারে।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২**

সহযোগিতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতি

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রকৃত সামাজিক অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ পঠন-পাঠন কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উপকরণের স্বল্পতা, শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য, প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির দুর্বলতা সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখন পরিমাপ করা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। শিক্ষককে তাই প্রতিদিনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে এ কৌশলের প্রয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- দলে এবং জোড়ায় কাজ করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারবেন।
- সমদলে/সতীর্থদের সাথে শিক্ষণের কৌশলগুলোর প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- অগ্রসর ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিখনে বিস্তৃত কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সময় ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ বিতর্ক প্রতিযোগিতা (স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে)

''বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-অভিভাবকের ভূমিকা'' সম্পর্কিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কাজ ও দায়িত্ব প্রশিক্ষক বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করে দিবেন যেমন- বিতর্ক, ব্যবস্থাপনা, অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন, অনুষ্ঠান উপস্থাপন, উপস্থাপক, আলোচক, প্রতিবেদক, বিচারক, পুরস্কার ক্রয়, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

এবার সংশ্লিষ্ট দলগুলোর সমবেত প্রচেষ্টায় ছদ্ম বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করবেন।

ফলাবর্তন গ্রহণ করবেন।

বাড়ি ফিরে এসে আপনারা সকলে সহযোগিতামূলক পদ্ধতি সংক্রান্ত পাঠ্যাংশটি পড়বেন।

পর্ব- খঃ অন্যান্য কৌশল

প্রশিক্ষকের নেতৃত্বে আপনারা সকল প্রশিক্ষণার্থী ৫/৬ টি দলে ভাগ হবেন।
প্রশিক্ষক আপনাদের জোড়ায় ও দলে শিক্ষণের অন্যান্য কৌশল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিবেন।
আপনারা দলে শিখনের কৌশলগুলো আলোচনা পূর্বক, পোষ্টার পেপারে কৌশলসমূহের তালিকা প্রণয়ন করবেন।
পোস্টারে লেখার পর তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন।
মনে রাখবেন বাড়ি ফিরে দলে ও জোড়ায় শিখনের অন্যান্য কৌশল মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন।

পর্ব– গ

আপনি বাড়িতে বসে সমদলে/সতীর্থ শিক্ষণের উপর লিখিত পাঠ্যাংশটি পড়বেন।
উপস্থাপিত বিষয়বস্তু আপনাদের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করুন।
সম্ভব হলে সতীর্থদের আলোচনা অনুষ্ঠান করে ফলাবর্তন গ্রহণ করবেন।
ফলাবর্তন গ্রহণ শেষে বাড়ি ফিরে ডায়রীতে নিজস্ব মন্তব্য লিখে রাখবেন।

র্প– ঘ

এরপর আপনি বিস্তৃত কার্যক্রমের ঝুঁকি বহনে সক্ষম শিক্ষার্থী সম্পর্কিত পাঠ্যাংশটি পড়বেন।
পাঠ শেষে বাড়ির কাজের খাতায় সারাংশ লিখুন।

পর্ব– ঙ

স্টাডি সেন্টারে প্রশিক্ষক এর নেতৃত্বে আপনারা ৫/৬ টি দলে ভাগ হবেন।
এরপর ৪৫ মিনিটের (অষ্টম শ্রেণির বাংলা ও সমাজ বিষয়ের) একটি পাঠের সময় ব্যবস্থাপনার রূপরেখা প্রণয়ন করবেন।
রূপরেখা প্রণয়ন শেষে তার মূল অংশ শ্রেণিতে দলের পক্ষে উপস্থাপন করবেন দলনেতা।
পরে প্রশিক্ষক সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন এবং আপনারা বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রয়োজনবোধে একাধিকবার পাঠ্যাংশগুলো পড়বেন।

শিখন মূল্যায়ন

সতীর্থদের সহযোগিতায় শিখন, জোড়ায় কাজ, সতীর্থদের সাথে শিখন, অগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিখন ও সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করবেন।

কাজ

পাঠ্যাংশগুলো একাধিকবার বাড়ীতে বসে পড়বেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি (Co-operative Learning)

অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য এক সাথে কাজ করাকে সহযোগিতা বলা হয়। সহযোগিতামূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ এমন ফল লাভের আশা করে যা নিজেদের ও দলের সকল সদস্যের জন্য সমান উপকারী। সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক আদিষ্ট/নিদের্শিত হয়ে ছোট ছোট দলে এক যোগে এমনভাবে কাজ করে যাতে তাদের ও অন্যদের শিখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। শিক্ষকের পক্ষে কাজটি পরিচালনা করা সহজ। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেন। অতঃপর নির্দেশিত/নির্দিষ্ট কাজটি দলের সকল সদস্য বুঝে সফলভাবে সুসম্পন্ন করা অবধি সকলে মিলে কাজটি করে। সহযোগিতামুলক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী দলের সকল সদস্যের সমবেত প্রচেষ্টা সমভাবে সকলের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। (বিষয়টি এইরূপ: তোমার সাফল্যে আমারও লাভ আমার সাফল্যে তোমারও লাভ) এতে দলের সকল সদস্য একই রকম ভাগ্যের অংশীদার হয়। যেন এখানে সকলে একত্রে ডুবে যাওয়া বা সাঁতার কাটার মতো। এই প্রক্রিয়ায় এক জনের কর্ম সম্পাদন নিজের ও অন্য সহকর্মীদের প্রচেষ্টার ফল হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ মূল ভাবটি হলো ''তোমার সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমরা কাজটি সম্পাদনে অক্ষম''। দলের কোন সদস্য যদি কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃতি পায় তবে সকলে গর্ববোধ করে এবং এ কৃতিত্ব সকলকে সমভাবে উদ্দীপনা যোগায়। সহযোগীতামূলক শিখনের পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ইতিবাচক নির্ভরতার সৃষ্টি হয়। তারা এমন ধারণা পোষণ করে যে, দলের অন্য সদস্যরা যদি শিখনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় তখনই কেবল তারাও শিখনের লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'পরিবেশ সংরক্ষণ'-এর উপর যদি একটি মাল্টি মিডিয়া উপস্থাপনা তৈরী করতে হয় সেখানে ব্যক্তির প্রচেষ্টার সাথে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা, ক্ষমতা ও অবদানের সমন্বয় প্রয়োজন হবে। কেননা একটি উচ্চমানের প্রোগ্রাম তৈরী করার মতো তথ্য, দক্ষতা, ক্ষমতা ইত্যাদি দলের একজন সদস্যের মধ্যে সাধারণত থাকেনা। কাজেই এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় সকলে মিলে শেখাই সহযোগিতামূলক শিক্ষণ।

বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে বিভক্ত করবেন।
- অতঃপর প্রত্যেক দলের জন্য করণীয় বন্টন করে দেবেন।
- প্রত্যেক দল তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় তাদের জন্য নির্ধারিত অংশটি সম্পন্ন করবে।
- দলের সকলে কাজ শেষে পুরো কাজটি প্রদর্শন করবে বা শিক্ষকের মতামত সংগ্রহ করবে।

কাজের উদাহরণ:

– দেয়াল পত্রিকা তৈরি।
– বিতর্ক আয়োজন।

– বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।
– কোন জনপ্রিয় বিষয়ের উপর একটি লেখা তৈরি করা বা জাতীয় রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ্য সহপাঠীকে অংশগ্রহণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

দলে ও জোড়ায় শিখনের অন্যান্য কৌশল

শিক্ষার্থীদের সুস্থ একটি মানসিক চাহিদা হচ্ছে দলবদ্ধতার চাহিদা। বয়ঃসন্ধিকালের অন্যান্য চাহিদার মধ্যে দলবদ্ধতার চাহিদা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষার্থীদের এই মানসিক চাহিদাকে শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তবে শিখন আনন্দদায়ক, উপভোগ্য ও ফলপ্রসূ হবে। এরই সমর্থনে আধুনিক শিক্ষাদান কৌশলগুলোর মধ্যে জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজের গুরুত্ব সমধিক। সার্থক ভাবে এই কৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন।

- শ্রেণির কাজ এককভাবে অর্পণ না করে জোড়ায় জোড়ায় বা দলীয় ভিত্তিতে প্রদান।
- দল গঠনে জন্ম তারিখ, ক্রমিক সংখ্যার জোড় বেজোড়, নামের আদ্যাক্ষর, শখ ইত্যাদি ব্যবহার করা।
- একই সময়ে একাধিক দলীয় কাজ বন্টনের ক্ষেত্রে লটারীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- দলের একজনকে নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর্যায়ক্রমে সকলকে দল নেতা নির্বাচিত করার জন্য উৎসাহ দেয়া।
- দলের সকল সদস্য-কে সমানভাবে সক্রিয় রাখার জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্ব বন্টনের ব্যবস্থা করা।
- দলীয় কাজ ও জোড়ায় কাজ যাতে সার্থকভাবে শিক্ষার্থীরা করতে পারে তার জন্য সহায়তা প্রদান ও কাজ তদারক করা।
- উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তরে পর্যায়ক্রমে দলের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, উৎসাহ দেয়া।
- অংশগ্রহণ বা কার্যফল সন্তোষজনক না হলে নেতিবাচক মন্তব্য না করা।
- ব্যক্তি বিশেষকে প্রাধান্য না দেয়া।
- পিছিয়ে পড়া, সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দলে ও জোড়ায় অপরের মতামত কে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেয়া।
- প্রতিযোগিতামূলক কাজ প্রদান ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা।

সমদলে/সতীর্থ শিক্ষণ

শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রমকে গতিশীল, সার্থক ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময় শিখনকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে। এক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ **Vygotsky** এর '**Social Constructivism**' তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য যেখানে শ্রেণিকে একটি সমাজ এবং শিক্ষার্থীদের সেই সমাজের সদস্য এবং শিক্ষক-কে **Knowledgeable other** হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রেণিতে গতানুগতিক জ্ঞান বিতরণকারী ও সঞ্চারণকারীর দায়িত্বের পরিবর্তে শিক্ষককে জ্ঞান রূপান্তরে সহায়তাকারী **Knowledgeable other** হিসাবে ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। সম্পূর্ণ জ্ঞান বয়স্ক থেকে শিশুর কাছে সঞ্চারিত করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিরূপ সমাজের অভিজ্ঞ সতীর্থদের সহায়তায় জ্ঞানের রূপান্তর করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা কৌশলে যতবেশী জ্ঞান অভিজ্ঞতা/ধারণা বিনিময়ের পরিস্থিতি শিক্ষক সৃষ্টি করবেন শিখনও ততবেশী অর্থবহ, স্থায়ী ও আনন্দদায়ক হবে।

এক্ষেত্রে অগ্রসর শিক্ষার্থীকে সতীর্থদের শিখনে শ্রেণিতে নেতৃত্বমূলক অবস্থানে ব্যবহার করার প্রাচীন ভারতীয় রীতি ''পড়ো সর্দার প্রথা'' উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণি পাঠনায় অগ্রসর শিক্ষার্থীকে তার সতীর্থদের শিখনের কাজে ব্যবহার করতেন। বর্তমানেও এই পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও চালু আছে। সতীর্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সহযোগী হিসাবে শ্রেণিতে কাজে লাগানোর এই প্রক্রিয়াই সতীর্থ শিক্ষণ।

কৌশল

- শিক্ষক 'জানা থেকে অজানা' এই রীতিতে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট পুরানো অভিজ্ঞতাগুলো রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন ধারণার সাথে যুক্ত করবেন।
- অভিজ্ঞ ও অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখনকে ফলপ্রসু করবেন।
- শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

বিস্তৃত কার্যক্রমের ঝুঁকি বহনে সক্ষম শিক্ষার্থী

বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে মিশ্র ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখা যায়। শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতার বিচারে: অগ্রসর, মাঝারী, পিছিয়ে পড়া এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। শিক্ষক সাধারণভাবে পাঠ পরিকল্পনা করার সময় দ্বিতীয় ভাগ, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই শিক্ষার্থীদের (অর্থাৎ মধ্যম বুদ্ধাঙ্ক সম্পন্ন) দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করেন। তিনি শ্রেণিতে প্রশ্ন করা, উদাহরণ দেয়া, কাজ দেয়া, ব্যাখ্যা, বিশে- ষণ, উপকরণ প্রদর্শন, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণের পারঙ্গমতা ও পারদর্শিতার বিষয়টিকেই সাধারণভাবে বিবেচেনায় রাখেন। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা, প্রয়োজন হয়তো মিটে। কিন্তু শ্রেণির অগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা, প্রয়োজন এতে পুরোপুরি মিটে না। শ্রেণির এরূপ কার্যক্রম তাদের আকর্ষণ না করে প্রায়শ বিকর্ষণ করে। কেননা বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তাদের জানা বলে নতুন করে মনোযোগ দিতে আগ্রহ দেখায় না।

শিক্ষার্থীর সক্ষমতা যদি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হয় তবে নুতন জ্ঞানের জন্য তার মধ্যে চাহিদা প্রেষণার সৃষ্টি ও হয় না। নতুন জ্ঞানের জন্য আরও জানার জন্য যদি প্রেষণা, আগ্রহই তৈরী না হয় তবে তার বিকাশ ও শ্লথ হয়। অগ্রসর শিক্ষার্থীদের এ চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষককে শ্রেণির সাধারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের জন্যও কিছু কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতার যদি শ্রেণিতে মূল্যায়ন হয়, যদি তা প্রকাশিত হয় ও স্বীকৃতি পায় তবেই তার মধ্যে আরও শেখা ও জানার জন্য প্রেষণার সৃষ্টি হয়। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, জানা ও পারঙ্গমতার স্ড়র বিবেচনা করে তথ্য উপস্থাপন, শ্রেণির কাজে বিজড়িত করার পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষকের সযত্ন প্রয়াসে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের মেধা, যোগ্যতাকে উচ্চতর স্ড়রে উন্নীত করা সম্ভব।

কৌশল

- শিক্ষক-কে শ্রেণিতে সাধারণ তথ্য, উপাত্ত উপস্থাপনের পাশাপাশি উচ্চতর তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। যেমন- বইয়ের তথ্যের বাইরেও সর্বশেষ তথ্য, উপাত্ত, তত্ত্ব উপস্থাপন করা।
- প্রশ্ন করার সময় উচ্চতর পর্যায়ের প্রশ্ন করা।
- উন্মুক্ত প্রশ্ন করা।
- শ্রেণির কাজ, বাড়ীর কাজ দেয়ার সময় অগ্রসর শিক্ষার্থীদের (সম্ভব হলে) অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যা দেয়া।
- শ্রেণির কাজে বা সতীর্থ শিক্ষণে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো।

ঠিক একইভাবে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

সময় ব্যবস্থাপনা

একজন শিক্ষকের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা সফল ও সার্থক পাঠদানের পূর্ব শর্ত। সময় ব্যবস্থাপনা শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সব কাজের মত প্রতিদিনের বিষয়ভিত্তিক পাঠদানের সময় সুনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে যে কার্যক্রমগুলো গ্রহন করবেন তার প্রত্যেকটির সময় বিস্তৃতি সম্পর্কে পূর্বাহ্নে শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত করবেন। শ্রেণিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথস্কিয়ার মাধ্যমে শিখনের কাজটি সম্পন্ন হয়। এই জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ কাজ গুলো সম্পাদন করেন:

- তথ্য উপস্থাপন।
- শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীদের বিজড়িত করা।
- সংশ্লেষণ করা।

শিক্ষক তথ্য উপস্থাপনের জন্য কত সময় নেবেন, শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজে বিজড়িত করার জন্য কত সময় দেবেন এবং সর্বশেষে সংশ্লেষণ কাজে কত সময় ব্যয় করবেন তার রূপরেখা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্য সম্পাদনই সময় ব্যবস্থাপনা। এ লক্ষ্যে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নকালীন সময়ে শিক্ষক প্রতিটি ধাপে প্রতিটি কাজের জন্য আনুমানিক সময় স্থির করবেন এবং সেভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।